

সূরা ৮১ : তাকভীর, মাক্কী

৮১ - سورة التكوير، مَكِّيَّة

(আয়াত ২৯, রুকু ১)

(آيَاتُهَا : ٢٩، رُكُوعَاتُهَا : ١)

সূরা তাকভীর সম্পর্কে আলোচনা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যদি কেহ বিচার দিবসের পরিস্থিতি নিজ চোখে দেখার ইচ্ছা করে তাহলে সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশিকাক পাঠ করে। (আহমাদ ২/২৭) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) এ হাদীসটি তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (৯/২৫২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) সূর্য যখন নিস্শ্রুত হবে,	١. إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
(২) যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে,	٢. وَإِذَا النُّجُومُ آنكَدَرَتْ
(৩) পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে,	٣. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
(৪) যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে,	٤. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
(৫) যখন বন্য পশুগুলি একত্রীকৃত হবে;	٥. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
(৬) এবং সমুদ্রগুলিকে যখন উপপ্লাবিত ও উদ্বেলিত করা হবে;	٦. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
(৭) দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে,	٧. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

(৮) যখন জীবন্ত প্রোথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে	৮. وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ
(৯) কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?	৯. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
(১০) যখন ‘আমলনামা উন্মোচিত হবে,	১০. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
(১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে,	১১. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
(১২) জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হবে,	১২. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ
(১৩) এবং জান্নাত যখন নিকটবর্তী করা হবে,	১৩. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
(১৪) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি নিয়ে এসেছে।	১৪. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أُحْضَرَتْ

বিচার দিবসের বর্ণনা

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ এ আয়াতের তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : অর্থাৎ সূর্য আলোহীন হবে। (তাবারী ২৪/২৩৭) আউফী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : অর্থাৎ সূর্যের আলো চলে যাবে। (তাবারী ২৪/২৩৮)

সহীহ বুখারীতে শব্দের কিছু পরিবর্তনসহ এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে জড়িয়ে নেয়া হবে। শুধু ইমাম বুখারী একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৬/৩৪৩)

নক্ষত্র খসে পড়ার বর্ণনা

সাদ্দিদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন : ‘কুয়িরাত’ এর অর্থ হচ্ছে ডুবে যাওয়া। (তাবারী) আবু সালিহ (রহঃ) বলেন, ‘কুয়িরাত’ শব্দের অর্থ হচ্ছে গভীরে নিক্ষিপ্ত হওয়া। তাকভীরের অর্থ হচ্ছে এক অংশের সাথে অন্য অংশ

জড়িত করা। অর্থাৎ ভাজ করা বা মুড়িয়ে একত্রিত করা। যেমন মাথার পাগড়ী বা কাপড় ভাজ করা। অতএব আল্লাহ বর্ণিত ‘কুয়িরাত’ শব্দের অর্থ হচ্ছে এক অংশের সাথে অন্য অংশ জড়িয়ে ফেলা বা মুড়ানো। অতঃপর ওকে ছুড়ে ফেলে দেয়া। যখন এটি করা হবে তখন আলো বিলীন হয়ে যাবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ أَسْتَرَّتْ

যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে। (সূরা ইনফিতার, ৮২ : ২)

উবাই ইব্ন কা‘ব (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের পূর্বে ছয়টি নিদর্শন পরিলক্ষিত হবে। জনগণ বাজারে থাকবে এমতাবস্থায় হঠাৎ সূর্যের আলো হারিয়ে যাবে। তারপর নক্ষত্ররাজি খসে খসে পড়তে থাকবে। এরপর অকস্মাৎ পর্বতরাজি মাটিতে ঢলে পড়বে এবং যমীন ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করবে। মানব, দানব ও বন্য জন্তুসমূহ সবাই পরস্পর মিলিত হয়ে যাবে। শাইতানের ভয়ে মানুষ এবং মানুষের ভয়ে শাইতান পালাতে থাকবে। গৃহপালিত ও বন্য পশু-পাখি সব জড় হয়ে, যে মানুষকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যেত, তাদের কাছেই তারা নিরাপত্তার জন্য ছুটে আসবে। মানুষ এমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে যে, তারা তাদের প্রিয় ও মূল্যবান গর্ভবতী উষ্ট্রীর খবর পর্যন্তও নিবেনা। জিনেরা বলবে : আমরা যাই, খবর নিয়ে আসি, দেখি কি হচ্ছে? কিন্তু তারা দেখবে যে, সমুদ্রেও আগুন লেগে গেছে। ঐ অবস্থায়ই যমীন ফেটে যাবে এবং আকাশ ফাটতে শুরু করবে। সপ্ত যমীন ও সপ্ত আকাশের একই অবস্থা হবে। এমন অবস্থায় এক দিক থেকে গরম বাতাস প্রবাহিত হবে, যে বাতাসে সব প্রাণী মারা যাবে। (তাবারী ২৪/২৩৭)

পাহাড়, পশু-পাখি ও বন্য প্রাণীর ভয়াবহ অবস্থা

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ এর অর্থ হচ্ছে, যখন উহারা চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছিটকে যাবে। পাহাড় নিজ জায়গা থেকে বিচ্যুত হয়ে নাম নিশানাহীন হয়ে পড়বে। সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ সমতল প্রান্তরে পরিণত হবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : উট-উষ্ট্রীসমূহের প্রতি কেহ লক্ষ্য রাখবেনা।

(তাবারী ২৪/২৪০) উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন : অযত্নে, অনাদরে ওগুলোকে ছেড়ে দেয়া হবে। (তাবারী ২৪/২৪০) রাবী ইব্ন খুছাইয়িম (রহঃ) বলেন : কেহ ওগুলোর দুখও দোহন করবেনা এবং ওগুলোকে সাওয়ারী হিসাবেও ব্যবহার করবেনা। (তাবারী ২৪/২৪০) যাহহাক (রহঃ) বলেন, তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া হবে যে, তাদের দিকে এক নজর তাকিয়েও দেখবেনা। তাবারী ২৪/২৪০)

عَشْرَاء শব্দটি عُشْرَاء শব্দের বহুবচন। উষ্ট্রীর মধ্যে ইহা হল সর্বোচ্চ মূল্যের উষ্ট্রী, বিশেষ করে দশ মাসের গৰ্ভবতী উষ্ট্রীকে عُشْرَاء বলা হয়। উদ্ব্বেগ, ভয়-ভীতি, ত্রাস এবং হতবুদ্ধিতা এত বেশী হবে যে, অতি উত্তম ধন- সম্পদের প্রতিও কেহ দ্রক্ষেপ করবেনা। কিয়ামাতের সেই ভয়াবহতা হৃদয়কে প্রকম্পিত করে দিবে। মানুষ এতদূর ভীত-বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিচলিত হয়ে পড়বে যে, কিয়ামাতের এই দিনে এ অবস্থায় কারও কিছু করার কিংবা বলার মত অবস্থা থাকবেনা, যদিও তারা সবই প্রত্যক্ষ করবে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন : وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ : এবং যখন বন্য পশু একত্রিত করা হবে।' যেমন অন্যত্র রয়েছে :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি, আমি কিতাবে কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখিনি, অতঃপর তাদের সকলকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে। (সূরা আন'আম, ৬ : ৩৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সব কিছুর হাশর তাঁরই নিকটে হবে, এমনকি মাছিরও। (কুরতুবী ১৯/২২৯) আল্লাহ তা'আলা সবারই সুবিচারপূর্ণ ফাইসালা করবেন। কুরআন কারীমে রয়েছে :

وَالطَّيْرِ مُحْشَرَةٌ

অর্থাৎ এবং সমবেত বিহংগকূলকেও (সূরা সাদ, ৩৮ : ১৯) এই আয়াতের প্রকৃত অর্থও হল এই যে, বন্য জন্তুগুলোকে সমবেত বা একত্রিত করা হবে।

সমুদ্রে অগ্নিবান

ইব্ন জারীর (রহঃ) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, আলী (রাঃ) এক ইয়াহুদীকে জিজ্ঞেস করেন : জাহান্নাম কোথায়? ইয়াহুদী উত্তরে বলে : “সমুদ্রে।” আলী (রাঃ) তখন বলেন : “আমার মনে হয় এ কথা সত্য।” কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে :

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ

‘শপথ উদ্দেশিত সমুদ্রের। (সূরা তূর, ৫২ : ৬) আরও রয়েছে :

وَإِذَا أَلْبَحَارُ سُجِّرَتْ

‘সমুদ্র যখন আগুনে রূপান্তরিত হবে। (তাবারী ২৪/২৪২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা উত্তপ্ত বাতাস প্রেরণ করবেন। ঐ বাতাস সমুদ্রের পানি তোলপাড় করে ফেলবে। তারপর তা এক শিখাময় আগুনে পরিণত হবে।

سُجِّرَتْ এর অর্থ ‘শুকিয়ে দেয়া হবে’ এটাও করা হয়েছে। অর্থাৎ এক বিন্দুও পানি থাকবেনা। আবার ‘প্রবাহিত করে দেয়া হবে এবং এদিক-ওদিক প্রবাহিত হয়ে যাবে’ এ অর্থও কেহ কেহ করেছেন।

রুহসমূহের একত্রে মিলিত হওয়া

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ প্রত্যেক প্রকারের লোককে (তাদের সহচরসহ) মিলিত করা হবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ

‘(মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদেরকে যাদের তারা ইবাদাত করত। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ২২)

ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) নুমান ইব্ন বাশির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক ব্যক্তির হাশর হবে তাদের সাথে যারা তার মতই আমল করে। আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তি দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে :

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. فَأَصْحَبُ الِّمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الِّمَيْمَنَةِ. وَأَصْحَبُ
الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ. وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ.

এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে। ডান দিকের দল! কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল। এবং বাম দিকের দল! কত হতভাগা বাম দিকের দল! আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ : ৭-১০) (তাবারী ২৪/২৪৬)

কন্যা সন্তানদেরকে

হত্যা করার কারণ জিজ্ঞেস করা হবে

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

এটা জামহুরের কিরআত। জাহিলিয়াতের যুগে জনগণ কন্যা সন্তানদেরকে অপছন্দ করত এবং তাদেরকে জীবন্ত কাবর দিত। অতএব বিচার দিবসে ঐ সমস্ত শিশু-কন্যাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তারা কি পাপ করেছিল যে জন্য তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। এটি তাদের হত্যাকারীদের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন হুশিয়ারী। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ এর অর্থ হচ্ছে ‘ঐ শিশু কন্যা প্রশ্ন করবে’। যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন যে, ঐ কন্যার প্রশ্ন করার অর্থ হচ্ছে তাকে হত্যা করার জন্য রক্তপণ আদায় করার দাবী জানাবে। (তাবারী ২৪/২৪৬) সুদী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর এটাও জানার বিষয় যে, অত্যাচারীতাকে প্রশ্ন করা হলে অত্যাচারী স্বভাবতঃই অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হবে।

مَوُودَةُ সম্পর্কে অনেক হাদীসের বর্ণনা রয়েছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উকাশার ভগ্নী জুযামাহ্ বিনতু অহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেন : আমি গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস হতে জনগণকে নিষেধ করার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম যে, রোমক ও পারসিকরা গর্ভাবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে থাকে এবং তাতে তাদের সন্তানদেরকে বুকের দুধ পান করালেও সন্তানের কোন ক্ষতি হয়না। তখন জনগণ সহবাসের সময় বীর্য বাইরে ফেলে দেয়া সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেন : এটা গোপনীয়ভাবে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করারই নামান্তর। আর سُلَّتْ এর মধ্যে এরই বর্ণনা রয়েছে। (আহমাদ ৬/৪৩৪, মুসলিম ২/১০৬৬, ১০৬৭; ইব্ন মাজাহ ১/৬৪৮, আবু দাউদ ৩/২১১, তিরমিযী ৬/২৪৯ এবং নাসাঈ ৬/১০৬)

কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কাবর দেয়ার কাফফারা

আবদুর রাযযাক (রহঃ) তার গ্রন্থে ইসরাঈল (রহঃ) হতে, তিনি সিমাক ইব্ন হারব (রহঃ) হতে, তিনি নুমান ইব্ন বাশির (রাঃ) হতে, তিনি উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) হতে الْمَوُودَةُ سُلَّتْ আয়াতের বিষয়ে বলেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কায়েস ইব্ন আসিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন : “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! জাহিলিয়াতের যুগে আমি আমার কয়েকটি কন্যা সন্তানকে জীবিত প্রোথিত করেছি (এখন কি করব)?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : “তুমি প্রত্যেকটি কন্যার বিনিময়ে একটি করে গোলাম আযাদ করে দাও।” তখন কায়েস (রাঃ) বললেন : “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তো উটের মালিক (গোলামের মালিক তো আমি নই?)।” তিনি বললেন : “তাহলে তুমি প্রত্যেকের বিনিময়ে একটি করে উট আল্লাহর নামে কুরবানী করে দাও।” (আবদুর রাযযাক ৩/৩৫১)

আমলনামা পেশ করা হবে

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ‘যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে।’ অর্থাৎ আমলনামা বন্টন করা হবে। যাহহাক বলেন : কারও ডান হাতে দেয়া হবে এবং কারও বাম হাতে দেয়া হবে। কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন : হে আদম সন্তান! তুমি যা লিখাচ্ছে সেটা কিয়ামাতের দিন একত্রিতাবস্থায় তোমাকে প্রদান করা হবে। সুতরাং মানুষ কি লিখাচ্ছে এটা তার চিন্তা করে দেখা উচিত। (তাবারী ২৪/২৪৯)

আকাশকে সরিয়ে দিয়ে জান্নাত ও জাহান্নামকে কাছে নিয়ে আসা হবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ আসমানকে ধাক্কা দিয়ে টেনে নেয়া হবে। (তাবারী ২৪/২৪৯) সুদী বলেন : তারপর গুটিয়ে নিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হবে। জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হবে। আল্লাহর গযবে ও বানী আদমের পাপে জাহান্নামের আগুন তেজদীপ্ত হয়ে যাবে। যাহহাক (রহঃ) আবু মালিক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন খুশাইন (রহঃ) বলেন যে, যারা জাহান্নামের বাসিন্দা হবে তাদের কাছে ইহা নিয়ে আসা হবে।

বিচার দিবসে সবাই জানতে পারবে কে কি অগ্নে প্রেরণ করেছে

এসব কিছু হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেক মানুষ পার্থিব জীবনে কি আমল করেছে তা জেনে নিবে। সব আমল তার সামনে বিদ্যমান থাকবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا

সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সৎকাজ হতে যা করেছে ও দুস্কর্ম হতে যা করেছে তা দেখতে পাবে; তখন সে ইচ্ছা করবে - যদি তার মধ্যে এবং ঐ দুস্কর্মের

মধ্যে সুদূর ব্যবধান হত! (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৩)

(১৫) কিন্তু না, আমি প্রত্যাবর্তনকারী তারকাপুঞ্জের শপথ করছি!	১৫. فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنُوسِ
(১৬) যা গতিশীল ও স্থিতিবান;	১৬. الْجَوَارِ الْكُنُوسِ
(১৭) শপথ নিশার যখন ওর আবির্ভাব হয়,	১৭. وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ
(১৮) আর উষার যখন ওর আবির্ভাব হয়,	১৮. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ
(১৯) নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বানী।	১৯. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
(২০) যে সামর্থশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন,	২০. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ
(২১) যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাস ভাজন।	২১. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ
(২২) এবং তোমাদের সহচর উন্মাদ নয়,	২২. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ
(২৩) সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছে।	২৩. وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

(২৪) সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নয়।	<p>۲۴. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ</p>
(২৫) এবং এটা অভিশপ্ত শাইতানের বাক্য নয়।	<p>۲৫. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ</p>
(২৬) সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছ?	<p>۲৬. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ</p>
(২৭) এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ -	<p>۲৭. إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ</p>
(২৮) তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য।	<p>۲৮. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ</p>
(২৯) তোমরা ইচ্ছা করবেনা, যদি জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।	<p>۲৯. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.</p>

‘খুন্নাস’ ও ‘কুন্নাস’ এর অর্থ

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তার তাফসীরে আমর ইব্ন হুরাইশ (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : ‘আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে ফাজরের সালাত আদায় করেছি এবং তাঁকে ঐ সালাতে فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ

এই الْجَوَارِ الْكُنُسِ - وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ - وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ আয়াতগুলি পাঠ করতে শুনেছি।' (মুসলিম ১/৩৩৬, নাসাই ৬/৫০৭)

এখানে নক্ষত্ররাজির শপথ করা হয়েছে যেগুলি দিনের বেলায় পিছনে সরে যায় অর্থাৎ লুকিয়ে যায় এবং রাতের বেলায় আত্মপ্রকাশ করে।

عَسْعَسَ إِذَا এতে দু'টি উক্তি রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ ঘন অন্ধকার। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, যখন ইহা শুরু হয়। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, যখন মানুষকে অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে। (তাবারী ২৪/২৫৬) আতিয়্যাও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/২৫৬) আল আউফী (রহঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, إِذَا عَسْعَسَ এর অর্থ হল যখন ইহা অতিক্রান্ত হয়। (তাবারী ২৪/২৫৫) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/২৫৬) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং তার পুত্র আবদুর রাহমানও (রহঃ) অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন। (তাবারী ২৪/২৫৬)

আমার মতে إِذَا عَسْعَسَ এর অর্থ হবে : যখন ওর আবির্ভাব হয়। যদিও ادِّبَارٍ পিছনে সরে যাওয়া অর্থেও এটাকে ব্যবহার করা শুদ্ধ। কিন্তু এখানে এ শব্দকে اِقْبَالَ এর অর্থে ব্যবহার করাই হবে বেশী যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা যেন রাত্রি এবং ওর অন্ধকারের শপথ করেছেন যখন ওটা এগিয়ে আসে বা যখন ওটা আবির্ভূত হয়। আর তিনি শপথ করেছেন উষার এবং ওর আলোকের যখন ওটা আবির্ভূত হয় বা যখন ওর ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়। যেমন তিনি বলেন :

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

শপথ রাতের যখন ওটা আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে দেয়। (সূরা লাইল, ৯২ : ১-২) আল্লাহ সুবহানাহু আরও বলেন :

وَالضُّحَىٰ. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ.

শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাতের যখন ওটা সমাচ্ছন্ন করে ফেলে। (সূরা দুহা, ৯৩ : ১-২) আর এক জায়গায় তিনি বলেন :

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মোচকারী, তিনিই রাতকে করেছেন বিশ্রামকাল। (সূরা আন'আম, ৬ : ৯৬) এ ধরনের আরো বহু আয়াত রয়েছে। সবগুলিরই ভাবার্থ একই। তবে হ্যাঁ, এ শব্দের একটা অর্থ পশ্চাদপসরণও রয়েছে। উসূলের পণ্ডিতগণ বলেন যে, এ শব্দটি সামনে অগ্রসর হওয়া এবং পিছনে সরে আসা এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এরই প্রেক্ষিতে উভয় অর্থই যথার্থ হতে পারে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ সকালের শপথ যখন ওর আবির্ভাব হয়। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল : যখন সকাল প্রকাশিত হয়। (তাবারী ২৪/২৫৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে : যখন সকাল আলোকিত হয় এবং এগিয়ে আসে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল : দিনের আলো, যখন তা এগিয়ে আসে এবং প্রকাশিত হয়।

জিবরাঈল (আঃ) কুরআনের বাণীসহ অবতরণ করতেন

এই শপথের পর আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ এই কুরআন এক বুয়ুর্গ, অভিজাত, পবিত্র ও সুদর্শন মালাক/ফেরেশতার মাধ্যমে প্রেরিত অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে প্রেরিত। এই মালাক সামর্থ্যশালী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আশ শা'বী (রহঃ) মাইমুন ইব্ন মিহরান (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন এরূপ বলেছেন। (কুরতুবী ১৯/২৪০, দুররুল মানসুর ৮/৪৩৩) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. ذُو مِرَّةٍ

তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞা সম্পন্ন। (জিবরাঈল আঃ)।
(সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ : ৫-৬)

ঐ মালাক আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন। বহু সংখ্যক মালাইকা তাঁর অনুগত রয়েছেন। আকাশে তাঁর নেতৃত্ব রয়েছে। তাঁর আদেশ পালন ও তাঁর কথা মান্য করার জন্য বহু সংখ্যক মালাইকা রয়েছেন। আল্লাহর বাণী তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি বড়ই বিশ্বাস ভাজন। মানুষের মধ্যে যিনি রাসূল হিসাবে মনোনীত হয়েছেন তিনিও পূত পবিত্র। এ কারণেই এরপর বলা হয়েছে : তোমাদের সাথী (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উন্মাদ বা পাগল নন। শা'বি (রহঃ), মাইমুন ইব্ন মিহরান (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেছেন যে, এখানে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। (তাবারী ২৪/২৫৯, দুররুল মানসুর ৮/৪৩৪) এটা বাতহার (মাক্কার এক উপত্যকার) ঘটনা। ওটাই ছিল জিবরাঈলকে (আঃ) আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম দর্শন। নিম্নের আয়াতগুলিতে আল্লাহ তা'আলা তারই বর্ণনা দিয়েছেন :

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ

তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞা সম্পন্ন; সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে উর্ধ্ব দিগন্তে। অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হল, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল, অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ : ৫-১০) এ আয়াতগুলির তাফসীর সূরা নাজ্‌মের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই সূরা মি'রাজের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ এখানে জিবরাঈলকে (আঃ) শুধু প্রথমবার দেখার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার দেখার কথা নিম্নের আয়াতগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ

নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। যখন বৃক্ষটি, যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ : ১৩-১৬) এখানে দ্বিতীয়বার দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন وَلَقَدْ رَآهُ بِاللُّفُقِ الْمُبِينِ নিশ্চয়ই সে তাকে দিগন্তে দেখেছে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) দেখেছেন, যিনি আল্লাহর কাছ থেকে বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন এবং আল্লাহ জিবরাঈলকে (আঃ) যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন সেই আকৃতিতেই দেখতে পেয়েছেন এবং তার ছয় শতটি ডানা রয়েছে। এই আয়াতগুলি শুধুই সূরা নাজ্‌ম -এই উল্লেখ করা হয়েছে যা ‘সূরা ইসরা’ এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) কোন বানোয়াট কথা বলেননি

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা যা অবতীর্ণ করেছেন সেই বিষয়ে অতিরঞ্জিত করে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা কোন কিছু বর্ণনা করেননা। কেহ কেহ ‘দানীন’ শব্দটিকে ‘দা’দ’ ‘হিসাবে তিলাওয়াত করেন যার অর্থ হচ্ছে তিনি কষ্টদায়ক ব্যক্তি নন, বরং তিনি সবাইকে সঠিক খবর পৌঁছে দেন। সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, ‘জানীন’ এবং ‘দানীন’ শব্দ দু’টির একই অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ তিনি মিথ্যাবাদী নন, আর না দুষ্ট প্রকৃতির অথবা পাপী। (তাবারী ২৪/২৬১)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, কুরআন ছিল সবার দৃষ্টির অগোচরে, যা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হয় এবং তিনি এর কোন কিছুই মানুষের কাছে গোপন রাখেননি, বরং তিনি ইহা মানুষের কাছে প্রচার করেছেন এবং যারা এ বিষয়ে জানতে চেয়েছে তাদেরকে উত্তমভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/২৬১) ইকরিমাহ

(রহঃ) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও এরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) ‘দানীন’ তিলাওয়াত করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২৪/২৬০, ২৬১; দুররুল মানসুর ৮/৪৩৫)

কুরআন শাইতানের কোন বাণী নয়, বরং বিশ্ববাসীর প্রতি বার্তা

এই কুরআন অভিশপ্ত শাইতানের বাণী নয়। শাইতান এটা ধারণ করতে পারেনা। এটা তার দাবী বা চাহিদার বস্তুও নয় এবং সে এর যোগ্যও নয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَمَا تَزَلَّتْ بِهِ الشَّيْطَانُ. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. إِنَّهُمْ عَنْ

الْسَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ

শাইতানরা ইহাসহ (কুরআন) অবতীর্ণ হয়নি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখেনা। তাদেরকে তো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। (সূরা শু‘আরা, ২৬ : ২১০-২১২) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছ? অর্থাৎ কুরআনের সত্যতা, বাস্তবতা ও অলৌকিকতা প্রকাশিত হওয়ার পরও তোমরা এটাকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করছ কেন? তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি কোথায় গেল?

আবু বাকর সিদ্দিকীর (রাঃ) কাছে বানু হানীফা গোত্রের লোকেরা মুসলিম হয়ে হাযির হলে তিনি তাদেরকে বলেন : “যে মুসাইলামা নাবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছে এবং যাকে তোমরা আজ পর্যন্ত মানতে রয়েছ, তার মনগড়া কথাগুলো শুনাও তো?” তারা তা শুনাতে দেখা গেল যে, তা অত্যন্ত বাজে শব্দে ফালতু বকবকানি ছাড়া কিছুই নয়। আবু বাকর (রাঃ) তখন তাদেরকে বললেন : “তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে? বাজে বকবকানিকে তোমরা আল্লাহর বাণী বলে মান্য করছ? এ ধরনের অর্থহীন ও লালিত্যহীন কথন কি আল্লাহর বাণী হতে পারে? এটা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন : তোমরা আল্লাহর কিতাব থেকে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে কোথায় পলায়ন করছ?

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ** এটা তো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ এবং নাসীহাত স্বরূপ। হিদায়াত প্রত্যাশী প্রত্যেক মানুষের উচিত এই কুরআনের উপর আমল করা। এই কুরআন সঠিক পথ-প্রদর্শক এবং মুক্তির সনদ। এই বাণী ছাড়া অন্য কোন বাণীতে মুক্তি বা পথনির্দেশ নেই। তোমরা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করতে পারনা এবং যাকে ইচ্ছা গুমরাহ বা পথভ্রষ্টও করতে পারনা। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি সারা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। তাঁর ইচ্ছাই সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয় এবং পূর্ণতা লাভ করে।

সুলাইমান ইব্ন মূসা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, **لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ** এই আয়াত শুনে আবু জাহল বলে : তাহলে তো হিদায়াত ও গুমরাহী আমাদের আয়ত্ত্বাধীন ব্যাপার, আমরা চাইলে সরল-সোজা পথে চলব এবং না চাইলে সরল পথে চলবনা! তার এ কথার জবাবে আল্লাহ তা‘আলা নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন :

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

তোমরা ইচ্ছা করবেনা, যদি জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহ ইচ্ছা না করেন। (তাবারী ২৪/২৬৪)